بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ মে, ২০২৩ মোতাবেক ১৯ হিজরত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, **"এটিও মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সুমহান নিদর্শন যে, মিথ্যাবাদী ও কাফির আখ্যায়িত করার এমন হিড়িক সত্ত্বেও এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অহর্নিশি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জামা'ত (ক্রমশ) বৃদ্ধি লাভ করছে। আমাদের বিরোধীরা অহোরাত্র চেষ্টা করছে এবং কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে এবং জামা'তকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু খোদা আমাদের জামা'তকে (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করে চলছেন। তোমরা কি জানো এর পেছনের প্রজ্ঞা বা রহস্য কী? এর রহস্য হলো, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেন এবং সত্যিকার অর্থেই যে খোদার পক্ষ থেকে (আবির্ভূত) হয়, সে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে এবং বৃদ্ধি পায় আর তাঁর জামা'ত প্রতিদিন সুষমামণ্ডিত হতে থাকে। আর তাঁকে বাধাদানকারী প্রতিনিয়ত ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হতে থাকে এবং তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারী অবশেষে গভীর আক্ষেপের সাথে মৃত্যুবরণ করে। প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার ইচ্ছাকে কেউ ব্যাহত করতে পারে না, যদি তা সত্যিই তাঁর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; তা সে যত চেষ্টাই করুক না কেন এবং হাজার হাজার ষড়যন্ত্রই করুক না কেন। কিন্তু যে জামা'তের গোড়াপত্তন খোদা তা'লা করেন এবং যাকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান, তাকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না। কেননা, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যদি সেই জামা'ত থেমে যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, বাধা প্রদানকারী খোদার বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছে, অথচ খোদার ওপর কেউই জয়যুক্ত হতে পারে না।"**

তাঁর এসব কথার পূর্ণতার দৃশ্যাবলী আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। শত্রুরা ব্যক্তিগতভাবেও চেষ্টা করেছে এবং দলবদ্ধভাবেও বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, **আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব**, আবার বলেছেন, আমি তোমার নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক প্রেমিকদের দলকে বড় করবো, সে অনুযায়ী আমরা বিশ্বজুড়ে জামা'তকে বিস্তৃত হতে দেখছি। এসব নাম সর্বস্ব ওলামা ও বিরোধীরা মনে করে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে নিজেদের (মুখের) ফুৎকারে ধ্বংস করে দিব, কিন্তু তারা জানে না যে; তারা আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে লড়ছে। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালে (মানুষ) নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করেন। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের দৃশ্যাবলী আমরা বিশ্বের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশেও দেখতে পাই। এমন অঞ্চলে যেখানে কখনো কখনো সচরাচরও মানুষ পৌঁছাতে পারে না, অত্যন্ত দুর্গম রাস্তা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও স্বীয় সমর্থনের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের প্রাণান্ত চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু ব্যর্থতার

মুখ দেখে। কোনো কোনো স্থানে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করে তারা জামা'তের সদস্যদের ভীতত্রস্ত করতে চায়, কিন্তু এসব বিষয় জামাতের সদস্যদের ঈমানে সমৃদ্ধ করে।

পৃথিবীতে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের যেসব ঘটনা ঘটে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি যে ব্যাপক পরিসরে পূর্ণ হয়; সেগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষজনের হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা এবং তাঁকে মানার প্রেরণা সঞ্চার করেন, এখন আমি সে প্রেক্ষাপটে জামা'তের উন্নতির কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। কিছু লোক বিরোধিতা করে কিন্তু তাদের বিরোধিতা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে। যখন তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারে তখন শুধু বিরোধিতাই পরিত্যাগ করে না বরং (সত্যকে) গ্রহণও করে। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করে কঙ্গো কিনসাশা জামাতের আমীর লিখেন, সেন্ট্রাল কঙ্গো প্রদেশের একটি গ্রামের এক অংশে আমাদের মুয়াল্লিম ঈসা সাহেব জামা'তের প্রতিনিধিদল নিয়ে তবলীগের উদ্দেশ্যে যান। সেখানকার মসজিদের ইমাম জিব্রাঈল সাহেব জামাতের বিরোধিতার কারণে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার সাথে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়ে আলোচনা হয়। তার সামনে যখন এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের কারণে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর অবমাননা হয় তখন তিনি এ বিষয়টি অনুধাবন করেন। পাকিস্তানী মৌলভীদের মতো তার মধ্যে একগুঁয়েমি ছিল না। আর ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়টিও তিনি বুঝতে সক্ষম হন। তিনি তখনই তার পরিবারের ছয়জন সদস্য এবং একুশজন মুক্তাদী সহ বয়আত গ্রহণ করেন। এভাবে সেখানে জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া কোনো কোনো স্থানে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং (মসীহ্ মওউদকে) গ্রহণ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। যেমন গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে কুটায়া নামে একটি গ্রাম রয়েছে, সেখানে (তারা) তবলীগের জন্য যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী সবিস্তারে তুলে ধরেন। তখন গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, তিনি তার দাদার কাছে প্রায়ই মাহদী মাহদী শব্দটি শুনতেন। কিন্তু তিনি কখনো এ বিষয়টি বুঝেন নি, আর তার দাদাও এ বিষয়ে কখনো তাকে কিছু খুলে বলেন নি। তবে, একথা বলেছিলেন যে, এর সম্পর্ক রয়েছে ইসলামের সাথে। আজ আপনি যেহেতু ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন তাই আমি আজ মনেপ্রাণে আহমদীয়াত গ্রহণ করছি। তিনি গ্রামবাসীকে সম্বোধন করে বলেন, এই জামা'তকে গ্রহণ করো। কেননা, আমি অধিকাংশ আফ্রিকান দেশ ঘুরেছি আর সর্বত্র আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকেই ইসলামের সেবা করতে দেখেছি, অথচ অন্যান্য ফির্কাগুলো হয় পার্থিব সম্পদ অর্জনে মত্ত অথবা একে অন্যকে কাফির আখ্যায়িত করার প্রয়াসে নিজেদের পাণ্ডিত্য যাহির করতে ব্যগ্র। একমাত্র এই জামা'তই কুরআন ও ইসলামের সেবা করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গ্রামে ইমাম সহ অনেক মানুষ বয়আত করেন এবং অনেক বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্য বলেন, জেলা নিয়ামীনা'র একটি গ্রামে আমাদের তবলিগী দল যায়। তারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছান। ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রকৃত ও অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা তুলে ধরেন এবং বয়আতের দশটি শর্তও তাদেরকে পড়ে শোনান। তারা গ্রামের মানুষ হলেও জ্ঞান ও বুদ্ধি রাখেন। বয়আতের দশটি শর্ত শুনে তারা অবাক হয়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে পারে যে, এটি প্রকৃত ইসলামের বাণী যার

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী (সা.)। গ্রামবাসীরা বলে, এই প্রথমবার আমাদের ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ বাণী শোনার সুযোগ হলো। আমাদের নামধারী আলেমদের কাছে তো এতো সুন্দর বাণী কেউ শুনতে পাবে না। অবশেষে তারা একথাই বলে যে, আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম আর আমরা জামা'তে যোগদান করছি। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই আহমদীয়াতই মানবতাকে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক দীর্ঘ তবলিগী প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের পর সব মানুষ, যাদের সংখ্যা প্রায় দু'শর কাছাকাছি ছিল, বয়আত করে আহমদী হয়ে যান।

এরপর আফ্রিকার একটি দেশে (নিযুক্ত) আমাদের মুরব্বী লিখেছেন, তবলীগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে যা বাহ্যদৃষ্টিতে অতি সামান্য বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (এর) নেপথ্যে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সক্রিয় থাকে। তিনি বলেন, আমাদের তবলিগী দল কাউন্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর বামা'তে তবলীগ করার পরিকল্পনা করছিল, যা জেলা সদর। আমরা মসজিদেই বসা ছিলাম এমন সময় সেই শহর থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তাদের সাথে একজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন যিনি সেই শহরের নারী বিষয়ক সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের এলাকায় আসার এবং আহমদীয়া জামা'তের বার্তা পৌঁছানোর নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি কেননা আমরা জানতে পেরেছি, আপনাদের জামা'ত তবলীগ (প্রচার) করে আর বিশেষত শিশুদের পবিত্র কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করে। অতএব আমরা পরবর্তী দিনই সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেখানে পৌঁছে জামা'তের পরিচয় তুলে ধরা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। এরপর দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে, যা শেষ হলে গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আজ থেকে আমরা (আহমদীয়া) জামা'তে যোগদান করছি। এভাবে এখানেও নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর তারা উক্ত এলাকার সমস্ত শিশু-কিশোরদের একত্রিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আর বলে, আজ থেকে এরা জামা'তের শিশু-কিশোর। আপনারা আমাদের বলুন যে, এদেরকে কীভাবে পবিত্র কুরআন শেখানো যায়? মুরব্বী সাহেব বলেন, এরপর তাদের মাঝ থেকে দু'টি ছেলেকে পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য আমি বেছে নেই। (পরিকল্পনা হলো) তাদেরকে পবিত্র কুরআন শেখানো হবে। অতঃপর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে মসজিদে কুরআন শিক্ষার ক্লাসের আয়োজন করে বাকি শিশুদের কুরআন শেখাবে। তিনি বলেন, পরিকল্পনা হাতে নিতেই আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ আমাদের স্বপক্ষে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানে আমাদের কুরআন পাঠ করা তো দূরের কথা পবিত্র কুরআন শোনার ওপরও বিধি নিষেধ রয়েছে! এক আহমদীর বিরুদ্ধে শুধু পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শোনার কারণে মামলা দায়ের করা হয়। এই হলো নামধারী মুসলমানদের ইসলাম আর অপরদিকে মানুষ তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন পড়ানো ও শেখানোর উদ্দেশ্যে জামা'তের হাতে তুলে দিচ্ছে, কেননা এই জামা'তই পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান রাখে।

কেউ কেউ আহমদী হওয়ার পর কোনো লোভে পড়ে বা ভয়ের কারণে আহমদীয়াত ত্যাগ করে আর এরপর তারা মনে করে যে, এখন এখানে জামা'তকে শেষ করে দেবো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই ধারণার ফলাফল তাদেরই বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন আর জামা'ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে– যেমনটি তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আইভরি কোস্টের মুবাল্লিগ

লিখেন যে, ওমে রিজিওনে কারিযোকে নামে একটি এলাকার অধিকাংশ মানুষ ২০০৮ সনে জামা'তভুক্ত হয়েছিল। সেখানে তখন ছোট্ট একটি নির্মাণাধীন মসজিদ ছিল। (সেখানকার) মানুষজন নিজস্ব অর্থায়নে তা নির্মাণ করছিল। তারা সেটি জামা'তকে দিয়ে দেয়। জামা'ত মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে, কিন্তু কিছুকাল পর সেখানকার স্থানীয় ইমাম, যে পূর্বে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছিল; তার মাথায় সমস্যা দেখা দেয়; (সে) জামা'ত ছেড়ে দেয় এবং মসজিদটি দখল করে নেয়। এরপর সে জনগণকেও উস্কানি দিতে আরম্ভ করে যে, জামা'ত ছেড়ে দাও, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মানুষ আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাহোক, সেই মৌলভী যখন মসজিদ দখল করে নেয় তখন লোকজন অস্থায়ীভাবে প্লাস্টিকের শীট এবং কিছু কাঠ জড়ো করে সাময়িকভাবে মসজিদসদৃশ একটি চালাঘর দাঁড় করায় আর সেখানেই নামায এবং জুমু'আ পড়তে আরম্ভ করে। (তারা) একথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি যে, আমরা একটি পাকা মসজিদ ছেড়ে এসেছি। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন। তিনি (মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, এ বছর জামা'ত সেখানে দ্বিতল বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে, যাতে গম্বুজ এবং মিনারও রয়েছে আর যে মসজিদটি অ-আহমদী ইমাম দখল করে নিয়েছিল সেই এলাকায় তার চেয়ে কয়েক গুণ বড় এবং সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পাকিস্তানে এক দিকে আমাদের মসজিদের মিনার এবং মেহরাব গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অন্যত্র খুবই সুন্দর মসজিদ দান করছেন এবং ব্যাপক হারে দান করছেন।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিরোধীদের অপ্রচেষ্টার মুখে (জামা'তকে) সাহায্য করে যাচ্ছেন– সে সম্পর্কে আফ্রিকার এক দেশ, চাড-এর মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমি গত বছরের কথা বলছি। এ বছরের (পরিসংখ্যান) ইনশাল্লাহ্ (ভবিষ্যতে) দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে সবেমাত্র চাড-এর রাজধানীতে জামা'তের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। বিদ্বেষীরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে যেমন (তারা বলছিল) যে, আহমদীয়া জামা'ত আমাদের দেশে এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। উদ্বোধনের পর জামা'তের সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে বিদ্বেষীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে আর তাদের (জামা'ত) বিরোধী কার্যক্রমও বাড়তে থাকে। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমাদের এলাকার কিছু নামসর্বস্ব (অ-আহমদী) আলেম ও মৌলভী বিভিন্ন মসজিদে জামা'তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছিল, অপপ্রচার করছিল; আহমদীদের মসজিদ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা মানুষজন একত্রিত করে আর চাড ইসলামিক কাউন্সিলেও যায় এবং বলে, আপনারা আহমদীয়া জামা'তকে কেন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন এবং জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদ কেন খুলে দেয়া হলো? এই মসজিদ অনতিবিলম্বে বন্ধ করা হোক। আমাদের এলাকায় এ কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামিক কাউন্সিল (কর্তৃপক্ষ) তাদেরকে বলে, আহমদীদেরও ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। আমরা কীভাবে আল্লাহ্‌র ঘর বা মসজিদ বন্ধ করতে পারি? আপনাদের যদি কোনো বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে তাহলে পুলিশের কাছে গিয়ে রির্পোট করুন। সেখানকার ইসলামিক কাউন্সিলের অন্তত এতটুকু বিবেক রয়েছে এবং তারা ন্যায়নীতিবান যে কারণে তারা কারো ভয়ে ভীত হয় নি। পাকিস্তানে তো বিচারকও মানুষের ভয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয় আর আমাদের সেখানে মসজিদ বলা তো দূরের কথা মসজিদে নামায পড়ার এবং ইবাদত করারও অনুমতি নেই। যাহোক, এরপর তারা পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে যে, আমাদের এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে,

আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হোক, তারা নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং নাঊযুবিল্লাহ্ তারা মহানবী (সা.)-কেও মানে না। তখন পুলিশের কর্মকর্তা মুবাল্লিগ সাহেবকে ডেকে পাঠান। জামা'তের নিবন্ধনের কাগজপত্র এবং মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পত্র চেয়ে পাঠান। সমস্ত কাগজ-পত্র দেখানো হয়। যাহোক তিনি বলেন, আপনি চলে যান আমি তদন্ত করে জানাবো। এরপর পুলিশের সেই কর্মকর্তা উক্ত এলাকার চীফকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার পাড়ায় আহমদীরা মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে আর মহানবী (সা.)-কেও (তারা) মানে না। গ্রাম্যপ্রধান উত্তরে বলেন, বিষয়টি এমন নয়। আমি নিজে তাদের মসজিদে জুমুআর নামায পড়েছি। তারা মুসলমানদের মতোই নামায পড়ে। আমি তিন বছর যাবৎ আহমদীয়া জামা'তকে জানি। তারা অনেক মানবসেবামূলক কাজও করছে। যাহোক, পুলিশ কর্মকর্তা একদিন নিজেই আমাদের মসজিদে চলে আসেন আর মসজিদের বাইরে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্"** (লিখা) দেখে অবাক হয়ে বলে, আপনারা তো মহানবী (সা.)-কে মানেন! মসজিদের ভেতরের অংশে হলরুমে পবিত্র কুরআনের আয়াত দেখে আরো বেশি বিস্মিত হন। এরপর বলেন, আপনাদের কিবলাও তো একই এবং মসজিদের কাতারও মুসলমানদের মসজিদেরই অনুরূপ। (অফিসার বলে) আমাকে তো বলা হয়েছিল যে, (আপনারা) নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। যাহোক, পুলিশও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্শ্ববর্তী অ-আহমদীদের বাড়িতে গিয়েও (পুলিশ কর্মকর্তা) জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারাও বলে যে, তাদের (আহমদীদের) সাথে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয়ে তারা (আমাদের) প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে যে, আহমদীদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য হৈচৈ করো। তখন তারাও একই উত্তর প্রদান করে যে, মসজিদ তো আল্লাহ্ তা'লার গৃহ আর তাদের মাঝে আমরা এমন কিছু দেখছি না যা ইসলাম বহির্ভূত। যাহোক, সবদিক থেকে তারা ব্যর্থতার মুখ দেখেছে।

জামা'তে যোগদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা বেলিজের মুবাল্লিগ বর্ণনা করেন। বেলিজ হলো মধ্য আমেরিকার একটি দেশ। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, মেথডিস্ট চার্চের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একজন ভদ্রমহিলা যখন **মসজিদ নূর** নির্মিত হতে দেখেন তখন খোদা তা'লা তার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করেন যে, তার এই ধর্মমত গ্রহণ করা উচিত। মসজিদ নির্মাণ যখন সম্পন্ন হয় এবং মসজিদের উদ্বোধন হয়ে যায় তখন তিনি তার বন্ধুদের বলেন, খোদা আমার হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন; আমি যেন সেখানে গিয়ে এই জামা'তের সদস্য হয়ে যাই। তার বন্ধুবর্গ তাকে বলে, তোমার বাড়ির পাশে মুসলমানদের আরো একটি মসজিদ আছে তুমি যদি মুসলমান হতেই চাও তাহলে সেখানেও যেতে পারো। তখন সেই মহিলা উত্তরে বলেন, না; খোদা আমার হৃদয়ে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে, এরা সঠিক লোক আর আমার উচিত তাদের দলভুক্ত হওয়া। অতঃপর এই মহিলা যখন মসজিদ নূরে আসেন এবং তার সামনে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় তখন খোদা তা'লা তাকে কীভাবে জামাতে নিয়ে এসেছেন তা ভেবে তিনি খুবই আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েন। মুরব্বী সাহেব তাকে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'লার এই এলহাম হয়েছিল যে, **আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব**। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্য এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কাজ করেন। যাহোক,

কিছুদিন আসাযাওয়া করার পর এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনি বয়আত করে জামাতে যোগদান করেন।

এমনও কিছু লোক আছেন যারা অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির কারণে বা মানুষের ভ্রান্ত কথায় কান দিয়ে বিরোধিতা করে কিন্তু মূলত তারা সৎপ্রকৃতির হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কীভাবে সৎপথ দেখান সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন। জামারা জেলায় একটি জায়গায় যেখানে নতুন নির্মাণাধিন মসজিদের দরজা ও জানালার জন্য তিনি কাঁচ ক্রয় করছিলেন। কাঁচ কাটার জন্য এ কাজে দক্ষ (মিস্ত্রি) জনাব আবু বকর সাবালী সাহেবকে বলেন, মসজিদের (দরজা-জানালার) জন্য কাঁচ ক্রয় করা হয়েছে। একথা শুনে তিনি মজুরি বা পারিশ্রমিক কমিয়ে দেন এবং বলেন, যেহেতু এটি মসজিদের কাজ তাই আমি পারিশ্রমিক কম নিবো। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাঁচ লাগাবে সেই ব্যক্তির সাথে যখন আমরা সেখানে পৌঁছি; এতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্দর মসজিদ দেখে সেই ব্যক্তি খুবই আনন্দিত হন কিন্তু তিনি যখন জানতে পারেন, এটি আহমদী মুসলমানদের মসজিদ তখন তিনি খুবই ক্রোধান্বিত হন এবং কাঁচ ভেঙে ফেলেন আর কাঁচ ভাঙতে গিয়ে বেচারা নিজেও আহত হয়। কিন্তু দেখুন! আল্লাহ্ কীভাবে তাকে সৎপথ দেখিয়েছেন! তিনি বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে নিজেকে চিৎকার করতে দেখি আর দেখি আমি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। যখন সাহায্যের কোনো আশাই ছিল না তখন তিনি একটি নৌকা দেখেন যা তাকে উদ্ধারের জন্য আসছিল আর সেই নৌকায় তিনি জামাতের আমীর ও মুরব্বী সাহেবকে দেখেন। পরদিন ছিল জুমুআ, তিনি সকালে মিশন হাউসে এসে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে যোগদান করেন।

অনুরূপভাবে তাঞ্জানিয়ায় আহমদীয়াত গ্রহণের আরেকটি ঘটনা রয়েছে। সিমিও রিজিওনে মাওয়াবেমা নামক স্থানে একটি জামা'ত আছে। সেখানে মুয়াল্লিমগণ তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। স্থানীয় লোকদের কাছে মসজিদ ও মিশন হাউজ বানানোর জন্য যখন প্লট ক্রয় করতে যান তখন প্রত্যেকেই অনেক বেশি মূল্য দাবি করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আমাদের বিরুদ্ধে সেখানকার স্থানীয় পাদ্রীরা একটি অভিযান চালিয়েছে; তাহলো আহমদীদের কাছে মসজিদ নির্মাণের জন্য কেউ জায়গা বিক্রি করবে না; কেননা এরা যাদু করে আর এদের কাছে জিন্নও থাকে। এরা কুরআনের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা হত্যাও করতে পারে আর তা টেরও পাওয়া যায় না। এই ভয়ে কেউ আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দিচ্ছিল না, এটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। তখন মুয়াল্লিমগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেসব লোকের ভুল ধারণা দূর করেন। মানুষের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এক যুবক নিজের এক একর জমি আমাদেরকে দিতে সম্মত হয়। জামা'ত তার কাছ থেকে প্লটটি কিনে নেয়। এই যুবক বলে, মসজিদের জন্য জমি বিক্রি করার পর তার (ব্যবসায়) অনেক লাভ হয়। সে বলে, এক ব্যক্তি কয়েক বছর ধরে তার ঋণ পরিশোধ করছিল না, ফেরত দিচ্ছিল না আর এ কারণে তার অনেক কাজ আটকে ছিল। প্লট বিক্রয় করার কয়েক দিন পর সে নিজে থেকেই পুরো টাকা ফেরত দেয় এবং এ কারণে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। যাহোক, এতে প্রভাবিত হয়ে তার পরিবারসহ সে আহমদী হয়ে যায়। তিনি বলেন, এরপর আহমদীয়াত গ্রহণের অনুকূলে এমন বাতাস বইতে আরম্ভ করে যে, এই অঞ্চলের শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামা'তে যোগদান করে। আর

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সেখানে বড় একটি মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা যাকে হিদায়াত দিতে চান তার জন্য হিদায়াতের ব্যবস্থাও বিস্ময়করভাবে করেন। **সাও তোমে** নামক আফ্রিকার একটি দেশ রয়েছে। সেখানকার মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেব লিখেন, মরক্কো থেকে একজন পর্যটক **সাও তোমে** আসে। তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে মুসলমানদের কোনো মসজিদ আছে কি? তখন লোকেরা তাকে আমাদের মসজিদের ঠিকানা বলে। তিনি আমাদের সাথে জুমুআর নামায পড়েন তখন জানতে পারেন যে, এটি আহমদীয়া জামা'তের মিশন হাউস। তিনি কিছু প্রশ্ন করেন। এরপর তিনি সির্‌রুল খিলাফা এবং ধর্মের নামে রক্তপাত বইটি আরবীতে পড়েন। এমটিএ আল্ আরাবিয়া'র অনুষ্ঠান দেখেন। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। সে দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান হচ্ছিল কিংবা সেটির রেকর্ডিং দেখানো হচ্ছিল, সেটি দেখেন। গত বছর মার্চ মাসে তিনি পুনরায় আসেন এবং বলেন, আমি বয়আত ফরম দেখতে চাই। তিনি (মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, আমরা তাকে আরবী বয়আত ফরম দেই। তিনি ফরম পূরণ করে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, এত তাড়াহুড়া করবেন না। কিছুদিন দোয়া করুন এরপর সিদ্ধান্ত নিন। তিনি বলেন, আমি সারা রাত দোয়া করেছি এবং আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারব না। আমি যদি ইমামের হাতে বয়আত না করে মারা যাই তাহলে কে জবাব দিবে? তিনি বলেন, আমি দেখেছি; আহমদীয়া জামা'ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আমি তাকে বলি, আপনার দেশের অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা আপনার বিরোধিতা করবে, পিতামাতা আপনার বিরোধিতা করবে। এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবে? তিনি বলেন, আমি পিতামাতাকে বলে দিয়েছি, এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই বরং তারা আনন্দিত। তিনি আরো বলেন, যদি কোনো বিরোধিতা হয়ও তবে তাতেও কিছু যায় আসে না, কেননা প্রকৃত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি মৃত্যুবরণ করি আমার জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই। মুরব্বী সাহেব বলেন, তার পিতাও আমার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছেন এবং অনেক আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আর তিনি তার পুত্রকেও উপদেশ দিয়ে বলেন, আমি সব কথা শুনেছি। এখন তুমি যেহেতু বয়আত করেছ তাই জামা'তে অবিচল থাকবে আর দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। যদিও মরক্কোতে আহমদী আছে, জামা'ত আছে তা সত্ত্বেও সেখানে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আফ্রিকার দূরদূরান্তের একটি দেশে পাঠিয়েছেন এবং সেখানে তার হিদায়াতের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

উজবেকিস্তানের এক ব্যক্তি **আলেম বাবা ইউভো** সাহেব বলেন, একটি মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। আমার বয়স **৩১** বছর। আমি উজবেকিস্তানের তাশখন্দ শহরের অধিবাসী। পবিত্র কুরআন শেখার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজছিলাম, এমতাবস্থায় বাবুরজানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে শুনি এবং তার কাছে কুরআন শিখি। তিনি এই সত্য গ্রহণে আমাকে সাহায্য করেন। এভাবে আমি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য একজন আহমদী শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেন। এটি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়, এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি পূর্বেও একটি ঘটনা শুনিয়েছি। এটি মূলত ঐশী সাহায্যের বিশেষ নিদর্শন।

এরপর উজবেকিস্তানেরই আযিম-উ সাহেব নামের এক ব্যক্তি বলেন, আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। চার বছর পূর্বে আমি নিয়মিত নামায পড়া শুরু করি। এরপর পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়া আরম্ভ করি। একদিন একটি লেখা আমার কাছে পৌঁছে যাতে মহানবী (সা.)-এর উক্তি এভাবে বিধৃত আছে যে, আমার উম্মতে এমন লোক জন্ম নেবে যারা সদা-সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি বলেন, এই শব্দগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ঐসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া করা আরম্ভ করি। এরপর আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়, তবুও আমি দোয়া অব্যাহত রাখি। এরপর আমার মাঝে কুরআন শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা (সেই একই) শিক্ষক বাবুর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। শিক্ষক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য ছিলেন– একথা আমার জানা ছিল না। সর্বপ্রথম আমি কুরআন তিলাওয়াত শিখি। একদিন আমি স্বপ্নে কা'বাগৃহ দেখি এবং কাছে গিয়ে হাত দ্বারা কা'বা স্পর্শ করি। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার তো ওযু নেই। ওযু করার উদ্দেশ্যে আমি গোসল খানায় প্রবেশ করি, ঠিক তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বলেন, মোটকথা আহমদী শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা অব্যাহত থাকে। একদিন আমি তাঁকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন আর ঈসা ইবনে মরিয়মের গুণে গুণান্বিত হয়ে যার আসার কথা ছিল, তিনি তো ইমাম মাহদী। এরপর আমি অনুসন্ধান করি এবং জানতেও পারি আর (অবশেষে) শিক্ষককে জানাই যে, তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। [শিক্ষক তাকে তবলীগ করেন নি, তিনি বলেছিলেন, ইমাম মাহদী কে– তা তুমি নিজেই অন্বেষণ করো। যাহোক, তিনি অনুসন্ধান করেন আর নিজেই ইন্টারনেট ইত্যাদি ঘাঁটাঘাটি করে উদঘাটন করেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ইমাম মাহদী।] আমি যখন আমার শিক্ষককে একথা বললাম তখন তিনিও ইতিবাচক সায় দিলেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই সেই ইমাম মাহদী যার জন্য আমরা (দীর্ঘকাল) অপেক্ষমান ছিলাম। তিনি বলেন, সব নিদর্শন পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি ইমাম মাহদীর বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি। তখন আমার উস্তাদ সাহেব আহমদীয়া জামা'তের বিষয়ে আমাকে অবগত করেন এবং বলেন, আমিও এই জামা'তেরই সদস্য। তিনি আরও বলেন, আহমদীয়া জামা'ত সংখ্যায় এখনও স্বল্প আর আপনার মতো আমার আরও কিছু ছাত্র আছে। এরপর তিনি তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়েছেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি অনুসন্ধান করেছি আর দোয়া এবং অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে, আল্লাহ্ আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এরপর আমি বয়আত গ্রহণ করি।

উজবেকিস্তানের আরও এক ব্যক্তি আছেন যার ঘটনা প্রায় একই রকম। তাঁরও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি গত বছর বয়আত গ্রহণ করেছেন।

এরপর আফ্রিকার একটি দেশের রিপোর্ট রয়েছে। সেখানকার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ বলেন, তিনি এবং স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব একটি জামা'তী মিটিং শেষে ফিরছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া বাকি ছিল। পথে একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় দেখি অনেক লোক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাদের থামিয়ে বলে, আজ সকালে আমরা আপনাদেরকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখেছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল,

আপনারা এ পথেই ফিরবেন। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা জানতে চাই, আপনারা কি (কোনো কারণে) আমাদের গ্রামের প্রতি অসন্তুষ্ট? আশপাশের সকল গ্রামে আপনাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মসজিদও আছে। কিন্তু আপনারা আমাদের গ্রামে এ বার্তা পৌঁছান নি। তিনি বলেন, আমরা তখনই সেখানে যাই এবং (সেখানে) তবলীগী প্রোগ্রাম হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেখানে বয়আতও হয়। (এভাবে) সত্যকে অন্বেষণ করার প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের অন্তরে সঞ্চার করছেন।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, 'নাগালা' গ্রামের এক অ-আহমদী ইমাম তবলীগের উদ্দেশ্যে আমাদের আহমদী গ্রামে আসেন। তিনি মসজিদ দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ মসজিদ কে বানিয়েছে? উত্তরে বলা হলো, আহমদীরা বানিয়েছে। বললেন, মাশাআল্লাহ্! অনেক সুন্দর মসজিদ। পরের দিন তিনি 'বাংগি'-তে অবস্থিত আমদের সেন্ট্রাল মিশন হাউস-এ আসেন। মুবাল্লেগ সাহেবকে জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি বলেন, আপনাদের জামা'তে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়? মুবাল্লেগ সাহেব বললেন, ঈমানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। আপনি যদি জামা'তের বিশ্বাসের সাথে একমত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার অন্তর আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের কাছে বয়আত ফর্মও আছে, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনি তা পাঠ করুন। তাকে বয়আত ফর্ম দিলে তিনি পড়া শুরু করেন। পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমিও নিজেকে এক আলেম মনে করি। আমি অন্যান্য মৌলভীর কাছ থেকে জামা'ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি এবং বাজে কথা শুনেছি। এই বয়আত ফর্মের দশটি শর্ত পড়ার পর নিজের অতীত জীবনের প্রতি আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি এ জামা'ত সম্পর্কে ভাবছিলাম কিছু অথচ তাদের শিক্ষা ভিন্ন কিছু। এজন্য আমি আমার আবেগকে সংবরণ করতে পারিনি। এ বয়আত ফর্ম পড়ার পর আমি জেনে গিয়েছি যে, এ জামা'ত সত্য ও খাটি জামা'ত। এ জামা'তের মসজিদ কিবলামুখী। নামাযও তা-ই যা আমরা পড়ি আর কুরআনও তা যা আমরা পড়ে থাকি। আমি আজ অন্তরের অন্তস্তল থেকে জামা'তে দীক্ষিত হচ্ছি। যাহোক তাকে আরও বই পুস্তক দেয়া হয়। তিনি বলেন, এগুলো পড়ে আমি অন্যান্য মৌলভীকে নির্বাক করব।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে উন্নতি দান করেন এবং তাঁর (আ.) মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন তা শুনুন।

গায়ানার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, লিন্ডন জামা'তে নিয়মিত বুক স্টল লাগানোর এবং ফ্লায়ার (লিফলেট) বিতরণের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। একদিন এক ব্যক্তির ফোন আসে। তিনি বলেন, আমি আপনাদের লিফলেট পড়েছি। আমার জানা ছিল না যে, আমার ঘরের কাছে নামাজ সেন্টার রয়েছে। যাহোক তিনি জুমুআর নামাজে আসেন। তিনি বলেন, দুই বছর ধরে আমি মুসলমান। আমি কুরআন পড়তে পারি না আর নামায শেখারও সৌভাগ্য হয় নি। আমাকে এখন শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আপনি আসুন। তবে খুব সতর্কও থাকেন কেননা সেখানে কিছু খারাপ মানুষ রয়েছে যারা কেবল হাত পাততে আসে। তিনি বলেন, আপনি চলে আসেন। ঐ ব্যক্তি যদি সত্যিই ধর্ম শিখতে চায় তবে তা শিঘ্রই জানা যাবে। তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন এবং কুরআন শিখতে থাকেন। দীর্ঘদিন তিনি কুরআন শেখার জন্য আসা-যাওয়া করা সত্ত্বেও তিনি যেহেতু কিছু চান নি তাই আমি বুঝে গেলাম

ইনি ধর্মীয় জ্ঞান শেখার বিষয়ে আন্তরিক। এরপর তাকে জামা'ত সম্পর্কে বলা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো হয় এরপর তিনি বয়আত করেন। তার একটি ইসলামী নামও রাখা হয়। কিছুদিন পর তিনি জামা'তের মুয়াল্লেম হবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেখানকার জামা'ত এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে। আমি বললাম ঠিক আছে। তিনি আন্তরিক হলে তাকে মুয়াল্লেম প্রশিক্ষণ দিন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। তিনি নামায পড়েন, জুমুআও পড়ান। কুরআন করীম পড়ে তফসীর পড়ে এখন তিনি দরস দেন এবং খুতবাও দেন। তিনি বলেন, তার বয়আত গ্রহণের কিছুদিন পর নামায সেন্টারে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় যেখানে তার পিতা-মাতাও আসেন। তার পিতা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তার মাতা বলেন, কোনো এক সময় ইসলামে তার আগ্রহ ছিল আর বিশেষভাবে নারীদের হিজাব পরিধান করা তার ভালো লাগতো, যার ফলে তার মায়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যাহোক সেই ছেলেকে অর্থাৎ মুয়াল্লেমকে বলা হয় যে, তোমার পিতা-মাতাকে তবলীগ করো যেন তাদেরকেও আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা যায়। তিনি বলেন, তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অনেক কঠোর আর আমার মা চার্চে যান এবং তিনি বাপ্তাইযও হয়েছেন। যাহোক তিনি বলেন, আমরা দোয়া করছি। ছেলেকেও বলেন, তুমি তোমার মায়ের জন্য দোয়া করতে থাকো যেন আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেন, একদিন তার মা স্বয়ং তার ছেলেকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করেন এবং জুমুআর নামাযেও আসা আরম্ভ করেন। অতঃপর হঠাৎ একদিন তিনি নিজেই বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই এবং এরপর বয়আত করেনও। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরা নিয়মিত জামা'তের কাজে অংশ নেয়, জুমুআর নামাযে আসে এবং নামায পড়ে থাকে। তিনি এই স্বীকারোক্তিও প্রদান করেছেন যে, জামা'তে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তার স্বাস্থ্য ও সম্পদেও অনেক বরকত হয়েছে যা খ্রিষ্টান থাকা অবস্থায় ছিল না। আর এখন তার মা নিয়মিত এমটিএ-ও দেখেন।

যাহোক আমি এই গুটিকয়েক ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। বিরোধীরা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করছে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। কিন্তু অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে জামা'তের উন্নতির নতুন নতুন পথ উন্মোচন করছেন। অতএব এজন্য একদিকে যেমন আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত সেখানে আত্মবিশ্লেষণও করা উচিত। আমাদের ঈমানী অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাও উন্নত করা উচিত। আমাদের বংশধরদের মাঝেও এই বিষয়টি প্রথিত করা উচিত যে, পরীক্ষা তো এসেই থাকে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তেরই হয়ে থাকে। এজন্য কখনো নিজেদের ঈমানকে দোদুল্যমান হতে দিও না। আল্লাহ্ তা'লা নবাগত ও পুরাতনদের দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং ঈমান ও বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দিন।

এখন আমি কতিপয় মরহুমের স্মৃতিচারণ করব পরবর্তীতে যাদের গায়েবানা জানাযাও পড়া হবে।

প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, পারভীন আক্তার সাহেবার, যিনি শিয়ালকোট নিবাসী মরহুম গোলাম কাদের সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে ৯০ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমার তিন পুত্র ও চার কন্যা রয়েছে। এক পুত্র হলেন

বেনিনে কর্মরত মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আরেফ মাহমুদ সাহেব। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আরেফ মাহমুদ সাহেব বলেন, তার মা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী ইমাম দ্বীন চৌহান সাহেবের নাতনী এবং মুয়াল্লেম সিলসিলাহ্ গোলাম আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। তিনি বলেন, তার মা বলতেন, তার শৈশবের বেশিরভাগ সময় কাদিয়ানে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর সেবায় অতিবাহিত হয়েছে আর এভাবে তার তরবিয়্যত হযরত আম্মাজান (রা.) করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও কুরআনের পাঠ তিনি তাঁর (রা.) নিকট হতেই নিয়েছেন এবং অধিকাংশ সময় হযরত আম্মাজান (রা.)-এর নিকট তাঁর (রা.) সেবারত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘুমানোর পূর্বে তিনি বিভিন্ন ঘটনাও শুনাতেন। তিনি বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কখনো কখনো হযরত আম্মাজানের সাথে রাতের বেলা সাক্ষাৎ করতে ঘরে আসতেন এবং আমাকে সেবা করতে দেখে বলতেন, তুমি তোমার পুণ্যবান জীবনসঙ্গীর জন্য দোয়া করো। তিনি বলেন, তার মায়ের বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পর ১৯৫৩ সনে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তখন গ্রামের কিছু লোক দুর্বলতা দেখালেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি নিজে ধর্মের ওপর অটল থাকেন এবং নিজ স্বামীকেও (ধর্মের ওপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এরপর এক মৌলভী সাহেবের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন এবং নামাযের জন্য বিভিন্ন সূরাও মুখস্ত করতে আরম্ভ করেন। এভাবে নিজের খামারবাড়িতেই ছোটো একটি মসজিদ বানিয়ে সেখানেই তিনি তার নিজের জন্য জামা'তীভাবে একটি কেন্দ্রও বানিয়ে নেন।

তার বড় ছেলে খালেদ মাহমুদ সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেন, ধর্মকে তিনি জাগতিক বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দিতেন। আমাদেরকেও তিনি একই কথা বলতেন যে, তোমরা যদি ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলে জাগতিক বিষয়াদি এমনিতেই সুধরে যাবে। তিনি বলেন, ছোটোবেলা থেকেই তিনি আমাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করেন এবং ফজরের নামাযের সময়ও তিনি নিজে গিয়ে (আমাদেরকে) মসজিদে ছেড়ে আসতেন, কেননা মসজিদ একটু দূরে ছিল। পাড়ার অনেক অ-আহমাদী মহিলাকেও তিনি কুরআন পড়াতেন। এখন তো সেখানে কুরআন শরীফ পড়ানো যায় না, কিন্তু আগে এতটুকু ভদ্রতা ছিল যে, সেখানে অনেক অ-আহমদী আহমদীদের কাছে পবিত্র কুরআন পড়ত। এরপর তার ছেলে লিখেন, না, সম্ভবত তার মেয়ে লিখেছেন যে, গ্রামে সাধারণত মেয়েদের স্কুলো পাঠানোর রীতি ছিল না। মেয়ে বড় হলে তার মা তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে চান, কিন্তু তার দাদা আপত্তি করেন। তখন তিনি অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করে তাকে বোঝান যে, মেয়েদের পড়ালেখা করানো উচিত। এছাড়া তিনি সবসময় বলতেন, মেয়েদের অন্তত এতটুকু শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে তারা জামা'তের বইপুস্তক পড়তে এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে।

মাঙ্গা গ্রামের মাতব্বর রশীদ আহমেদ সাহেব বলেন, তাদের খামারবাড়ির কাছেই আমাদের খামারবাড়ি ছিল। আমরাও তার দেখাদিখি আহমদী হয়ে যাই ঠিকই কিন্তু নামাযের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। যখনই তিনি খামারবাড়িতে আসতেন, আমাদের সবাইকে নামায পড়ার জন্য নসীহত করতেন। তখন আমরা মসজিদ অনেক দূরে বলে অজুহাত দেখাতাম আর তিনি চুপ হয়ে যেতেন। তিনি বলেন (একবার)আমরা দেখি– ক্ষেত থেকে তিনি মাথায় করে মাটি খামারবাড়িতে নিয়ে আসছেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মাটি আনার

এই ধারা অব্যাহত থাকে, তারপর তিনি এই মাটি দিয়ে খামারবাড়ির পশ্চিম দিকে একটি ভিটা বানান এবং এর চার দিকে দুই হাত উঁচু করে দেয়াল নির্মাণ করেন। অতঃপর সে জায়গাটি লেপে তিনি পরিষ্কার করেন এবং তারপর বাড়ি থেকে মাদুর এনে সেখানে বিছিয়ে দেন। এরপর তাদেরকে বলেন, তোমরা তো বলতে যে মসজিদ নেই, দূরে যেতে হয়, তাই আমি এখন আমার খামারবাড়িতে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি, এখানে এসে বাজামা'ত নামায পড়বে। এখন আর নামায পড়তে অলসতা করবে না। তিনি বলেন, সত্য কথা হলো তিনিই আমাদেরকে নামাযী বানিয়েছেন। এই ছিল এসব বুযুর্গের উন্নত দৃষ্টান্ত। বোঝাতে যান আর কেউ যখন অজুহাত দেখায়, তখন তিনি নিজেই ব্যবহারিকভাবে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা দেখে অন্যরা নতি স্বীকার করে।

পুনরায় তার কন্যা লিখেন, ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। আমাদেরকেও তিনি এর উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, হযরত আম্মাজান (রা.)-এর এই উপদেশ শিরোধার্য করে নাও যে, কখনোই ধৈর্য হারা হবে না আর শ্বশুরবাড়িতে যা-ই পাবে তাতেই তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে, নিয়মিত নামায পড়বে এবং নিজ সন্তানসন্ততিকেও এতে অভ্যস্ত করবে। তিনি বলতেন, এতে আল্লাহ্ তা'লা রিযিকেও বরকত দেন।

তার মুরব্বী ছেলে বলেন, আমি যখন জামেয়াতে ভর্তি হই তখন তিনি আমাকে বলেন, বাবা! পড়াশোনায় প্রথম স্থান অধিকার করতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যুগ-ইমামের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রথম স্থানে থাকার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ সন্তানদের জন্য তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মুমতাজ ওয়াসিম সাহেবার। তিনি ঘাটিয়ালিয়া নিবাসী মরহুম চৌধুরী ওয়াসিম আহমদ নাসের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র বর্তমানে গাম্বিয়াতে জামা'তের মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী লাহোরের রঈস হযরত মরহুম মিয়া চেরাগ দীন সাহেব (রা.)-এর বংশের সদস্যা ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া আব্দুর রশিদ সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী এবং মারহমে ঈসা নামে খ্যাত হযরত হেকীম মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন। মরহুমা অত্যন্ত হাসিখুশি, কোমল প্রকৃতি, সর্বজন প্রিয় এবং স্নেহ-ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। সকলেই তার গুণাবলীর কথা স্বীকার করত। খিলাফত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে গভীর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। দোয়ার জন্য তিনি সর্বদা আমার কাছে পত্র লিখতেন এবং অন্যদেরও পত্র লিখার উপদেশ দিতেন। নিয়মিত নামায পড়তেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অন্তিম সময় পর্যন্ত নিয়মিত বিভিন্ন চাঁদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বি এ (ফাযেল) ডিগ্রীধারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর করাচি থেকে গ্রামে চলে আসেন তখন তিনি সেখানে ছেলেমেয়েদের কায়েদা এবং পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন আর জাগতিক পড়াশোনাও করিয়েছেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রোগের মোকাবিলা করেছেন, কোনো অভিযোগ ও অনুযোগ করতেন না। মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, বড় হওয়া সত্ত্বেও কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। তার দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। অনন্দের সাথে তিনি নিজ পুত্রদের উৎসর্গ করেছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্ররা ওয়াকফে জিন্দেগী। তার পিতা দুই বিয়ে

করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের ভাইদেরও নিজ পুত্রের মতো লালনপালন করেছেন এবং কখনো মায়ের অভাব অনুভব হতে দেন নি। যখন গাম্বিয়া গিয়েছিলেন তখন অনেক দোয়া দিয়ে বিদায় দেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। ফেরত আসার সময় এটিই বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমার রক্ষণাবেক্ষণকারী হোন, হয়তে আর দেখা হবে না। পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন। দুজন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জিন্দেগী। নাসীর নাসের সাহেব মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ আর দ্বিতীয়জন মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ হিসেবে জাম্বিয়ায় কাজ করছেন আর বিদেশে কর্মরত থাকার কারণে তিনি তার জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততির জন্য তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ ব্রিগেডিয়ার মনোয়ার আহমদ রানা সাহেবের। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদীয়াত তার দাদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এডভোকেট চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে এসেছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন গ্রহণ করেন। চাকুরিতে থাকা অবস্থায় জামা'তের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। চাকুরিতে থাকাকালে বিভিন্ন স্থানে নিজের বাড়ি নামায সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করতেন। জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী একজন সাহসী আহমদী অফিসার ছিলেন। অবসরের পর জামা'তের সার্বক্ষণিক সেবার জন্য নিজের সেবা উপস্থাপন করেছিলেন। কেন্ট ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে জামা'তের দায়িত্ব পালন করতেন আর তার সহকর্মীদের সাথে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ও নম্র আচরণ করতেন এবং কর্মকর্তাদের আনুগত্য করতেন। খিলাফতের প্রতি পরম বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও আনুগত্যের সম্পর্ক রাখতেন। প্রতিটি আহ্বানে সানন্দে সাড়া দিতেন। তিনি গরিবদুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্‌র রহমতে মূসী ছিলেন। তিনি তার পেছনে অসুস্থ মা সালিমা খুরশিদ সাহেবা এবং দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে রেখে গেছেন। সন্তানসন্ততি হলো চার মেয়ে ও এক পুত্র। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

সর্বশেষ স্মৃতিচারণ হলো অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুশ্ শাকুর মালিক সাহেবের। তিনি বর্তমানে আমেরিকার ডালাসে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি সেখানেই তিনি মারা যান। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার নানা হযরত গোলাম নবী শেখ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার মাধ্যমে তার পৈত্রিক গ্রাম নোশায়রাতে আহমদীয়াতের তবলীগের সূচনা হয়। সেখানে তবলীগের পর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার এবং পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৫ বছর ধরে রাওয়ালপিণ্ডিতে নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি বেশ কিছু আহমদী বন্দির মামলাও দেখাশোনা করেছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। বিমান বাহিনীতে চাকরি করার সময় জামা'তের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজেকে আহমদী হিসেবে পরিচয় দিতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের আনুগত্যের তিনি

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন। দিন হোক বা রাত, যখনই তাকে জামা'তের আমীর বা জামা'তের পক্ষ থেকে ডাকা হতো তখনই উপস্থিত হতেন। কখনোই কোনো অজুহাত দেখান নি। নিয়মিতভাবে রোযা রাখতেন এবং নামায পড়তেন। সবাইকে ভালোবাসতেন এবং অন্যের ওপর সুপ্রভাব সৃষ্টিকারী একজন মানুষ ছিলেন।

তার মেয়ে শাজিয়া সোহেল সাহেবা বলেন, আমার বাবা বেশির ভাগ সময় জামা'তের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি যেখানেই থাকতেন, তার প্রিয় সময় ছিল নামায পড়া বা জামা'তের কাজ করা। তিনি সর্বদা (আমাদেরকে) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দোয়া গৃহীত হওয়ার গল্প শোনাতেন। সর্বদা নিজ সন্তানদের কাছে বসিয়ে আহমদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কী সম্পর্ক রয়েছে, আল্লাহ্ কীভাবে আহমদীদের বিভিন্ন বিষয়ের দেখাশুনা করেন- সে মর্মে বিভিন্ন ঘটনা শোনাতেন। তিনি আমাদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌কে চিঠি লিখতে উৎসাহিত করতেন। সব সময় বলতেন, সবকিছুই [হুযূর (আই.)-এর সমীপে] লিখবে। তিনি বলেন, শ্রদ্ধেয় আব্বার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার পূর্ণ আস্থা এবং ঐশী ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা। ছোটবেলা থেকে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, যখনই আমরা কোনো অর্থ পাই সেখান থেকে যেন অবশ্যই চাঁদার টাকা পৃথক করে রাখি। এতে আমাদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং পবিত্রতাও লাভ হবে। মরহুম ওসীয়্যত করেছিলেন। তার অবর্তমানে তিন মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তার ছেলে আমের সাহেব আমেরিকায় ডাক্তারী করেন। তিনিও জামা'তের কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। তার সন্তানদের অনুকূলে তার সকল দোয়া কবুল করুন, আমীন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)